

আমার খানকী মেয়ে মিনা

www.joubonerkotha.blogspot.com

JOUBONER
KOTHA

Signed by = JOUBONER KOTHA

N = JOUBONER KOTHA

www.joubonerkotha.blogspot.com

Email= joubonerkotha@gmail.com

Copyrights by = joubonerkotha

আমার খানকী মেয়ে মিনা

Email: joubonerkotha@gmail.com

আপনার সংগ্রহে চোদাচুদির গল্প থাকলে পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

joubonerkotha@gmail.com

আমার বয়স ৪৯ বছর। আমি ২ ছেলে এবং ২ মেয়ের বাবা। ছেলে দুইটা ও বড় মেয়ে ঠিকমতো মানুষ হলেও ছোট মেয়েটা কিভাবে যে বখে গেছে বুঝতে পারিনি। আমার ছোট মেয়ের নাম মিলা। শরীরের রং কালো হলেও চেহারাটা খুব মিষ্টি। তার শরীরটা খুব আকর্ষণীয়। দেখলে মনে হয় কালো পাথর দিয়ে গড়া কোন অপরূপ মূর্তি। ছোটখাটো গড়নের হালকা পাতলা শরীর; মাঝারি সাইজের দুধ; টানা টানা ২ চোখ যে কোন পুরুষকে তার কাছে টেনে আনতে বাধ্য করবে। বয়স ১৯ হলেও দেখে ১৬/১৭ বছরের বেশি মনে হয়না। মিলা অনেক সুন্দর করে কথা বলে।

আমি পুরোনো যুগের মানুষ। বৌ ছাড়া অন্য কোন মেয়ের শরীর নিয়ে ভাবতে আমার পাপবোধ হয়। আর নিজের মেয়ের শরীর নিয়ে ভাবা আমার কল্পনারও বাইরে। আমার ছোট মেয়ে মিলা সবসময় মর্ডান পোষাক পরলেও কখনো তাকে নিয়ে খারাপ কিছু ভাবিনি। চিন্তা করতাম আধুনিক যুগ, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলাই ভালো। কিন্তু একদিন বাধ্য হয়ে মেয়ের শরীরের দিকে লক্ষ্য করতেই হলো। আমার বাসায় টেলিফোনের এক্সটেনশন লাইন ছিলো। একদিন ফোন করার জন্য রিসিভার তুলে শুনি মিলা একটা ফোনে একটা ছেলের সাথে কথা বলছে। ফোনের রিসিভার রাখতে যাবো এমন সময় শুনলাম ছেলেটা মিলাকে কাল তার যেতে বলছে। কেমন যেন খটকা লাগলো। তাই সব কথা শোনার জন্য আবার ফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলাম।

- “কাল বাবা-মা বাসায় থাকবে না। মিলা তুমি ঠিক দুপুরে চলে আসবে। তোমার পছন্দের একটা ছবি আছে।”

- “তুমি বেছে বেছে যে সব ছবি আনো, দেখলে ঘুম এসে যায়। এই ছবিটা আবার আগেরটার মতো নাকি?”

- “আরে না, এবারের ছবিটা তোমার তোমার সবচেয়ে পছন্দের চোদাচুদির ছবি। ছবিটা দেখা মাত্রই তোমার গুদে রস এসে যাবে।”

- “আগের বারও এই কথা বলেছিলে। কিন্তু ছবি দেখার পর গুদে রস আসা দূরের কথা শরীর ঠিকমতোই গরম হয়নি।”

- “ছবিটা একবার দেখো। একদম পারফেক্ট চোদাচুদির ছবি।”

- “ঠিক আছে, কাল দুপুরে দেখা হবে। এখন রাখছি।”

সব কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি পরদিন মিলাকে বাসা থেকে বের হতে দিলাম না। আমি যদিও বুঝতে পারছিলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে; তারপরেও মিলার ব্যাপারে খোজ খবর নেওয়া শুরু করলাম। এক সময় কেঁচো খুজতে সাপ বেরিয়ে গেলো, যা আমি কল্পনাতেও ভাবিনি। আমার মেয়ে মিলা নিয়মিত সিগারেট খায়; মাঝেমাঝে মদ খায়; অন্য নেশাও করে। তার ছেলে বন্ধুর সঠিক সংখ্যা সে নিজেও জানেনা। তার চেয়ে বড় কথা হলো মিলা তার ছেলে বন্ধুদের বাসায় নিয়ে আসে এবং তাদের সাথে ছাদের ঘরে ঘন্টার ঘন্টার পর সময় কাটায়। আমার আর বুঝতে বাকী থাকলো না যে ছাদের ঘরটায় তারা কি করে। আমার বাসার ছাদের ঘরে আমার মেয়ে তার বন্ধুদের সাথে চোদাচুদি করে, অথচ আমি কিছুই জানিনা। আমি মিলার উপরে কঠিন নজর রাখা আরম্ভ করলাম।

একদিন দেখি আমার বাসার ভাড়াটিয়া ছাদে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম মিলা টি-শার্ট ও স্কাট পরে ছাদে যাচ্ছে। টি-শার্টের নিচে ব্রা না পরায় আমি মিলার দুধের বোঁটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমিও ছাদের দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু ছাদের উঠতে পারলাম না, ছাদের দরজা ভিতর থেকে আটকানো। আমি বাসায় আসার ১ ঘন্টা পর মিলা বাসায় ফিরলো। তার টি-শার্ট কুচকানো, বিশেষ করে বুকের অংশটা দুমড়ে মুচড়ে আছে। বুঝতে পারলাম ৪০ বছরের বিবাহিত লোকটাও মিলাকে চুদেছে। আমি কি করব ভেবে পাছি না। মেয়েকে ডেকে তো বলতে পারিনা, দয়া করে তোর গুদের দরজা বন্ধ কর। নইলে আমার সমস্ত মান-সম্মান ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে ভাড়াটিয়াকে বিদায় করে দিলাম।

এদিকে আমি পড়েছি অন্য এক জ্বালায়। যে মেয়ের জন্য আমার মান সম্মান সব হারাতে বসেছি, কেন যেন তার মুখটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। সত্যি বলতে কি মুখের চেয়ে মিলার শরীরটা বেশি ভালো লাগে। একদিন পবাক হয়ে দেখলাম, এখন সারাদিন মিলার কথাই ভাবি। মিলাকে দেখলেই মনে হয় মাগীটাকে কিভাবে একবার চোদা যায়; মাগীর দুধ দুইটা চটকাতে চটকাতে লাল করে দেয়া যায়। মিলা এখন আমার সামনে এলে প্রথমেই ওর দুধ ও পাহার দিকে আমার চোখ যায়।

এসব চিন্তা ভাবনার ফলে আমি ধীরে ধীরে মিলাকে বেশি আদর করতে শুরু করলাম। মাঝেমাঝে রাতে ওর পাশে শুই। ওর পেটে ধীরে ধীরে হাত রাখি।

জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মিলার নাভির গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আদর করি। জামা উঠিয়ে মিলার নরম ফর্সা দুধ দুইটা চুষতে ইচ্ছা করে। একদিন সাহস করে ওর দুধে হাত রাখলাম। আমি তো ভয়ে ভয়ে আছি টের পেলে মিলা না জানি কি করে বসে। কিন্তু না, আমার বেশ্যা মাগী মেয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো কিন্তু কিছু বললো না। আমি মিলাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। দেখতে চাই আমার ঠাটানো ধোনের স্পর্শ পেয়ে ও কি করে। মিলা কিছুই করলো না, শুধু বড় বড় শ্বাস নিতে থাকলো। আমিও মিলাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। এভাবেই সারারাত পার করে দেই।

এখন প্রায় প্রতি রাতেই আমি মিলার পাশে শুই। তার নরম দুধে হাত রেখে তার ডবকা পাছার খাজে খাড়া হয়ে থাকে ধোন ঘষতে ঘষতে ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝেমাঝে দিনের বেলাতেও আদর করার ছলে মিলার দুধ হাঙ্কা করে টিপে দেই; কখনো দুই উরু টিপে দেই; আবার কখনো নাভির গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আদর করি। আমার এর চেয়ে আর বেশি কিছু করতে সাহস হয়না। কিন্তু আমার খানকীর মেয়ের কোন কিছুতেই কোন সমস্যা নেই। সে এখন বাসায় আরো টাইট জামা পরে, তাও আবার ব্রা ছাড়া। প্রথম রাতে তার দুধ টেপার পর তাকে আর কখনো ব্রা পরতে দেখিনি। মিলার নাইটির গলার ফাক এতো বড় যে আমাকে আর কষ্ট করে মিলার দুধের বোঁটার খোজ করতে হয়না। প্রথমবারেই আমার হাত ওর দুধের বোঁটায় পৌঁছে যায়; আর প্রতিবারই বোঁটা দুইটা খাড়া পাই। দিনে যখন আমি হ্যাঁবলার মতো মিলার দুধ বা পাছার দিকে তাকিয়ে থাকি; তখন দেখি মিলা অদ্ভুত এক খানকী মাগীর মতো হাসে।

এর মধ্যে একদিন অফিস থেকে বাসায় ফোন করে শুনি একটা ছেলে এসেছে। মিলা তার সাথে ছাদের ঘরে আড্ডা দিচ্ছে। কেন যেন আর দুঃখ লাগলো না। বরং প্রেমিকা ধোঁকা দিলে যেরকম রাগ লাগে ঈর্ষা লাগে, সেকরম একটা অনুভূতি হলো। সিদ্ধান্ত নিলাম মিলাকে কোন ছেলের সাথে মিশতে দেয়া যাবে না। ধীরে ধীরে মিলার সাথে ছেলেদের দেখা করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিলাম। এবং সারারাত তার দুধের বোঁটা খাড়া রাখার ব্যবস্থা করলাম। ইদানিং মিলার তলপেটে হাত দেয়া শুরু করেছি, কিন্তু এখনো গুদের কাছে যাইনি। দিনে যখনই মিলাকে কাছে পাই,

তার দুধে পাছায় পেটে পিঠে হাত রাখি। আর দুই চোখ তো ওর দুধের উপর থেকে সরেই না।

মিলার নিয়মিত চোদন খাওয়ার অভ্যাস। পুরুষের চোদন না খেয়ে সে একদিনও থাকতে পারে না। আমি তো ছেলেদের সাথে মিলার দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দিয়েছি। ফলে গুদে পুরুষের ধোনের গুতা না পেয়ে সে পাগল হয়ে ওঠে। এমনকি আঙ্গুল দিয়ে গুদ খেচার সুযোগও তাকে দেইনা। আমি সবসময় মিলার আশেপাশে থাকি। দিনে দিনে মিলার জামা কাপড় ছোট ও টাইট হতে থাকে। আমিও মজা পেয়ে কিছু বলি না। একদিন তো কি কষ্টে নিজেকে আটকে রেখেছিলাম, সেটা আমি জানি। মিলার রুম ঢুকে দেখি ও একটা পাতলা গেঞ্জি ও স্কাট পরে আছে। গেঞ্জিটা এতোই পাতলা যে আমি প্রথমবারের মতো আমার মেয়ের দুধ ভালো করে দেখতে পাই।

এভাবে ১ সপ্তাহ কাটানোর পর মিলাকে চোদার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার বৌকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। বড় মেয়ে ও দুই ছেলেকে তাদের মায়ের সাথে পাঠালাম। আমার দেখাশুনার জন্য মিলাকে আমার কাছে রেখে দিলাম। আমি চাচ্ছি সবাইকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মিলাকে আচ্ছামতো চুদবো। এতে আমার সম্মান বাঁচবে। কারন বাড়িতে চোদাচুদি করতে পারলে মিলা আর বাইরের ছেলেদের সাথে মিশবে না। সেই সাথে আমার মজাও হবে। মিলার মতো মাগীরা কারো মেয়ে হয়ে থাকতে পারেনা। এদের জন্ম হয় শুধুই চোদন খাওয়ার জন্য। এই মাগীরা যতোদিন বেঁচে থাকে, ততোদিন পুরুষের ধোনের গুতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

সত্যি কথা বলতে কি, হাতের কাছে এরকম একটা রসালো মাগী থাকতে ৪ বাচ্চাওয়ালা মাগীর (আমার বৌ) গুদ কতোদিন ভালো লাগে। ওদিকে আমার মেয়েও আমার চোদন খাওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। সবাইকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাসায় এসে দেখি মিলা জামা চেঞ্জ করে একটা বড় গলার টাইট টি-শার্ট ও একটা টিয়াট জিন্সের প্যান্ট পরে বসে আছে। আমি বাসায় ঢোকা মাত্রই আমাকে দেখে মিলা তার সেই বিখ্যাত বেশ্যা মার্কী হাসি হাসতে থাকলো। আমি টি-শার্টের ফাক থেকে চোখ সরাতে পারছি না। বোঁটা বাদে দুধের সবটুকুই দেখা যাচ্ছে। আমি কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে পরিকল্পনা মতো চলতে লাগলাম।

রাতে মিলার ঘরে গিয়ে দেখি মিলা উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। পরনের স্কাৰ্ট কোমরে উঠে আছে। ভিতরে প্যান্টি না থাকায় ফর্সা গোলগাল পাছাটা দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আমার ধোন খাড়া হয়ে গেলো। আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো, কোন মেয়ে এভাবে পাছার উপরে কাপড় তুলে ঘুমায় না। তারমানে মাগীটা আমাকে তার শরীর দেখাচ্ছে। আমি আস্তে করে মিলাকে ধাক্কা দিলাম, কিন্তু মিলার ঘুম ভাঙলো না। কিন্তু আমি জানি মাগী ঠিকই জেগে আছে, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। দেখছে আমি কি করি।

আমি তো আজকে কোন ছাড় দিবো না। মিলা মাগীকে চোদার জন্যই আজ তার ঘরে ঢুকেছি। পাছা ফাক করে ধরতেই পাছার ফুটো দেখা গেলো। বাদামী রং এর ফুটোটা বেশ বড়। আমি বুঝলাম মিলা মাগী নিয়মিত পাছায় চোদন খায়। আমি এবার মাংসল পাছা খামছে ধরে একটা আঙুল পাছার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। পাছার ভিতরটা বেশ গরম ও রসালো। পাছার আঙুল ঢুকতেই মিলা পাছা একদম নরম করে দিলো। কিছুক্ষণ পাছা খেচে মাগীকে চিং করে শোয়ালাম। মাগী চোখ বন্ধ করে রেখেছে। এবার আমি মিলার নরম রসালো ঠোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে মিলার ঠোট চুষলাম। আমি এবার মিলার দুই পায়ের ফাকে বসে গুদ ফাক করে ধরলাম। গুদটা আঠালো রসে চপচপ করছে। ভগাঙ্কুর আঙুল দিয়ে নাড়তেই মিলা শিউরে উঠে বিছানার চাদর খামছে ধরলো। এবার মিলার পাশে শুয়ে ধীরে ধীরে দুধে হাত রাখলাম। একসময় হঠাৎ করে টি-শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দুধ চেপে ধরি। মিলা চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি জোরে জোরে দুধ দুইটা ডলতে লাগলাম। মিলা শিৎকার করে উঠলো।

- “আহ..... আহ..... বাবা আরো জোরে.....”

আমি একটানে টি-শার্ট ছিড়ে ফেললাম। মিলা খিলখিল করে হাসে উঠলো।

- “ভাগ্যিস ব্রা প্যান্টি পরিনি। তাহলে তো ওগুলোও ছিড়ে ফেলতে।”

- “তুই তো আমার সামনে ব্রা প্যান্টি কখনোই পরিসনা।”

আমি একটা দুধ চুষতে লাগলাম। অন্য দুধটা ময়দা ছানার মতো করে ডলতে থাকলাম। আমার খানকী মেয়ের কোন অভিযোগ নেই। সে চোখ বন্ধ করে সুখ নিতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর মিলার দুধ দেখে আমার মায়া লাগলো। জোরে জোরে ডলার কারনে ফর্সা দুধ দুইটা লাল হয়ে গেছে। আমি কিছু বলার আগেই মিলা তার দুই পা দুই দিকে ফাক করে দিলো।

- “নাও বাবা, এখন যা ইচ্ছা হয় করো।”

আমি আর দেরী না করে লুঙ্গি খুলে ধোন বের করে মিলার গুদের মুখে সেট করলাম। তারপর এক ঠাপে চড়চড় করে পুরো ধোন গুদে ঢুকিয়ে দিলাম। গুদের ভিতরটা রসে জবজব করছে। আমার ধোন বেশি বড় নয়, মাত্র ৬.৫ ইঞ্চি। কিন্তু ধোনটা অনেক মোটা। আর ৪ বাচ্চার বাবা হলেও অনেক সময় নিয়ে চুদতে পারি। আমি মিলার দুধ খামছে ধরে ঠাপাতে লাগলাম। সুখে মিলা শিৎকার করতে থাকলো।

- “ও মাগো কি সুখ। চুদতে চুদতে আমাকে মেরে ফেলো বাবা। আমার গুদ ফাটিয়ে রক্ত বের করে দাও।”

আমি ৪৫ ধরে মিনিট শরীরের সব শক্তি এক করে মিলাকে আচ্ছামতো চুদলাম।

- “বাবা আরো জোরে চোদো। জীবনে অনেক পুরুষের চোদন খেয়েছি, কিন্তু এতো মজা আগে কখনো পাইনি।”

মিলা ফোঁস ফোঁস করে কোঁকাচ্ছে। আমি তার নরম দুধের শক্ত বোঁটা টিপে ধরে সমানে ঠাপাচ্ছি। আমি আরো ২/৩ মিনিট এক নাগাড়ে চুদে মিলার গুদে মাল ঢেলে দিলাম। মিলা ৩ বার গুদের রস খসিয়েছে।

চোদাচুদি শেষ। আমিও ক্লান্ত মিলাও ক্লান্ত। মিলা আমার ধোন হাতাতে লাগলো।

- “বাবা, তুমি কখনো মায়ের পাছা চুদেছো?”

- “না, কেন?”

- “এমনি।”

- “আহাঃ বল না?”
- “না মানে, তুমি কি আমার পাছা চুদতে চাও?”

আমি বুঝতে পারলাম, আমার মেয়ে পাড়ার বেশ্যার চেয়ে কম নয়। মেয়েরা সহজে পাছা চুদতে দেয়না। আর মিলা নিজে থেকেই পাছায় চোদন খেতে চাইছে।

- “তোর মায়ের পাছা তো কখনো চুদিনি। তবে তোর ডবকা পাছা দেখে চুদতে ইচ্ছা করছে। দিবি নাকি পাছা চুদতে?”

- “মেয়ে হয়ে বাবার কথা কিভাবে ফেলি। ঠিক আছে, চোদো আমার ডবকা পাছা।”

মিলার ডবকা পাছা চোদার কথা ভাবতেই আমার ধোন তড়তড় করে শক্ত হয়ে গেলো। আমি মিলাকে চিৎ করে শুইয়ে ওর পাছা ফাক করে ধরলাম। পাছার গর্তটা বেশ বড়। মাগী নিশ্চই নিয়মিত পাছায় চোদন খায়। মিলার পাছার গর্তে ভালো করে থুতু মাখলাম। ওর দুই পা নিজের কাধে তুলে নিয়ে পাছার গর্তে ধোনের মুন্ডি লাগলাম। মিলা হাসিমুখে আমাকে দেখছে। মারলাম এক রামঠাপ। ধোনটা পচাৎ করে মিলার পাছায় ঢুকে গেলো। মিলা কঁকিয়ে উঠলো।

- “আহ্ বাবা, আস্তে ঢুকাও।”
- “আস্তে ঢুকাব কেন। তুই তো একটা বেশ্যা মাগী। তোর তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।”
- “ইস্। বাবার কি কথা। আমি বেশ্য মাগী হলে তুমি কি?”
- “আমি আবার কি। আমি মেয়েচোদা বেশ্যার বাবা। এখন কথা না বলে চুপচাপ তোর পাছা দিয়ে আমার ধোন কামড়ে ধর।”

আমি মিলের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে মিলার মুখের ভিতরে জিভ ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর আয়েশ করে মিলার পাছা চুদতে শুরু করলাম। আমি আগে কোন মেয়ের পাছা চুদিনি। মিলার ডবকা চুদতে বেশ ভালো লাগছে। ঠিক করলাম এতোদিন যা ভুল করার করেছি। এবার মিলার মা ফিরলেই তার পাছা চুদবো।

এক নাগাড়ে ৩৫ মিনিট মিলার ডবকা পাছা চুদলাম। তারপরই আমার ধোন লাফাতে লাগলো।

- “মিলা মাগী, পাছা দিয়ে আরো জোরে ধোন কামড়ে ধরু।”

মিলা বুঝলো আমার মাল বের হওয়ার সময় হয়েছে। সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পাছা দিয়ে ধোন কামড়াতে লাগলো। আমি চিরিক চিরিক মাল ঢেলে মিলার পাছা ভরিয়ে দিলাম।

পাছা চোদা শেষ করে আমরা বাবা মেয়ে দুইজন দুইজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে গেলাম।

--- সমাপ্ত ---